সংবাদ

21 OCT 2016

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনীহা

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা আগের মতোই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ পরীক্ষা নিতে অনীহা প্রকাশ করেছে। আগামী ১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে এ পরীক্ষা।

পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করায় এবার এই দুই পরীক্ষা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে ওই পরীক্ষা নেয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন পরীক্ষার শুরুর মাত্র ১২ দিন আগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শাখার একাধিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'কিছুদিন আগে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাদের জানিয়েছিল- তারা জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা নেবে। এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এ পরীক্ষা গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। এখন তারা ওই পরীক্ষা না নিলে নানা রকম সমস্যা তৈরি হতে পারে।'

প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে এক আধা সরকারি পত্রে (ডিও লেটার) এ বিষয়টি জানিয়ে বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের এ পরীক্ষাটি নিতে বলেছিল। কিন্তু যেহেতু মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে তাদের কর্তৃত্ব দেয়নি তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ?এই পরীক্ষা পদ্ধতি আগের মতোই বহাল থাকবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিব সাংবাদিকদের বলেন, 'পরীক্ষার আগ মুহূর্তে এ সিদ্ধান্ত হলেও

জেএসসি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

জেএসসি : ও জেডিসি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোন অসুবিধা হবে না। কারণ পরীক্ষা দু'টি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণায়ের অধীনে হলেও সেটি নেয়া হতো শিক্ষা বোর্ডগুলোর মাধ্যমেই। এখনও বোর্ডের মাধ্যমেই সেটি নেয়া হবে। ফলে খুব সমস্যা হবে না।

আর ইতোমধ্যে এই পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে দ্রুত প্রস্তুতি সভার আয়োজন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। পরীক্ষার ১২ দিন আগে এমন সিদ্ধান্তের জন্য দুই মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতাকেই দায়ী করছেন দুই মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা।